ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

ফিচার-৪

জিরানীয়া, ১৬ এপ্রিল, ২০২৫

গ্রামীণ কৃষির নতুন দিশারী ভূপেন দেববর্মা

|| গৌতম দাস ||

গতানুগতিক কৃষিকাজের সীমা পেরিয়ে নিজের স্বপ্নকে সঙ্গী করে যে জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করা যায় তা প্রমাণ করেছেন জনজাতি অংশের এক প্রান্তিক কৃষক। তিনি আজ আত্মনির্ভরতার প্রতীক, গ্রামীণ কৃষির এক নতুন দিশারী। জিরানীয়া ব্লকের হরিজয় চৌধুরী পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ভূপেন দেববর্মা। ননী গোপাল দেববর্মার তিরিশ-বত্রিশ বছরের উদ্যমী এই ছেলে বানিজ্য বিভাগে স্নাতক হয়েছেন কয়েক বছর আগেই। জীবনে সফল হওয়ার পথ বেছে নিয়েছেন ভিন্নভাবে। অনেকর মতো চাকরির আশায় না থেকে নিজের কৃষি জমিকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পারিবারিক আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে তিনি শুরু থেকেই সচেষ্টি ছিলেন। ছোট বেলা থেকেই তার কৃষিকাজের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। পাশাপাশি ইচ্ছে ছিল আরও পড়াশোনা করার। কিন্তু পারিবারিক আর্থিক সংকটের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। কৃষি কাজে তার নিষ্ঠা ও পরিশ্রম তাকে সফল কৃষকে পরিণত করেছে।

কৃষিকাজের আধুনিক পদ্ধতি নিয়ে ভূপেন দেববর্মা নিয়মিত চর্চা করেন এবং আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ভালো ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছেন। তার প্রচেষ্টা ও সাফল্য স্থানীয় যুবকদের জন্যও এক প্রেরণা। আজ তিনি এলাকার একজন পরিচিত ও সম্মানীয় কৃষক। সময় ও অভিজ্ঞতার সাথে সাথে তিনি কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর থেকে গ্রহণ করেছেন ব্যবহারিক কৃষি জ্ঞান, যা তাঁকে করেছে পরিপক্ব ও দক্ষ। মাটির সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক, অধ্যবসায় ও প্রজ্ঞা মিলিয়ে তাঁকে গড়ে তুলেছে এক সফল কৃষকের প্রতীকরূপে। তাঁর নিজস্ব এক হেক্টর জমি রয়েছে। আর সেটাকেই পুঁজি করে তিনি চাষবাস শুরু করেন। তিনি মূলত আমন ধান ও নানা ধরনের মরসুমি সজী চাষ করেন। পাশাপাশি কিছু উদ্যানজাত ফসলেরও চাষ করে জমির সদ্ব্যবহার করতেন। কোথাও খালি জমি তিনি রাখতে পছন্দ করতেন না। কৃষিকাজের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও পরিশ্রমই তাঁকে সাফল্যের মুখ দেখিয়েছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতা তাঁকে কৃষিকাজে আরও আগ্রহী করে তোলে এবং আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহ দেয়। ফলে উৎপাদনশীলতা ও সফলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। গত বছর তিনি রাজ্য সরকারের নুন্যতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করার কর্মসূচিতে তার উৎপাদিত ৮০০ কেজি ধান বিক্রি করেন। তাতে প্রায় ২৫ হাজার টাকার মত আয় করেন। তিনি শুধুমাত্র ধান বা শাকসবজি চাষেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং জমিতে ফুল ও নানা রকমের ফলের চাষ করে কৃষিকাজকে বহুমুখী রূপ দিয়েছেন।

*****২য় পাতায়

ধান চাষ, সজি চাষ, ফুল-ফল চাষ করেও ভূপেন দেববর্মা সব সময়ই নতুনত্বের খোঁজ করেছেন। বাজারে খাটি মধুর চাহিদা লক্ষ্য করে তার মধ্যে মৌমাছি পালন বা এপিকালচারের প্রতি গভীর আগ্রহ জাগে। তিনি কৃষি দপ্তরের অভিজ্ঞ আধিকারিকদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি বাক্সে মৌমাছি পালন করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে মৌমাছি পালনের প্রতি তার আগ্রহ আরও বাড়তে থাকে। এপিকালচারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি জানার চেষ্টা করেন এবং নিজে থেকেই তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তার এই আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে জিরানীয়া কৃষি মহকুমা তত্ত্বাবধায়ক সোমেন কুমার দাস তাকে ‘আত্মা’ প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেন। প্রশিক্ষণ লাভের পর তিনি প্রাথমিকভাবে নিজের বাড়িতে ৫টি বাক্স নিয়ে বানিজ্যিকভাবে মৌমাছি পালন ও তার থেকে মধু সংগ্রহ শুরু করেন। মৌমাছি পালন লাভজনক হওয়ায় দুই বছরের মধ্যেই তিনি ৩০টি বাক্সে মৌমাছি পালন করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি শুরু করলেন ছোট এক নতুন স্বপ্নের পথ চলা। মৌমাছি পালন ও মধু সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তিনি নিজেই সংগ্রহ করতে লাগলেন। নিজের বাসভবনের পিছনের সবুজ বাগানে তিনি স্থাপন করলেন মৌমাছি পালনের বাক্স। প্রথম বছর যখন তিনি মৌমাছি পালনের উদ্যোগ নেন তখন তার হাতে বাক্সের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। ফলে মধু সংগ্রহের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে কম ছিল। প্রতিটি বাক্স থেকে গড়ে ১.৫ থেকে ২ কেজি মধু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। সেই মধু বাজারে বিক্রি করে তিনি প্রতি কেজিতে ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত পেতেন। পরিশ্রম ও ধৈর্য্য তার সঙ্গী ছিল। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মৌমাছি পালনে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এখন প্রতিটি বাক্স থেকে প্রায় ২৫০০ টাকার মধু বিক্রি করতে সক্ষম হন। সব মিলিয়ে প্রথম দুটি বছরে প্রায় ৭৫০০০ টাকা মধু বিক্রি করেন। এভাবে ধাপে ধাপে তাঁর উদ্যোগ লাভজনক হয়ে ওঠে। মৌমাছি চাষ শুধু এক ব্যক্তিগত স্বপ্নই রইল না, বরং হয়ে উঠল আত্মনির্ভরতার পথ। ভূপেন দেববর্মা একজন উদ্যমী ও প্রগতিশীল কৃষক। তিনি শুধুমাত্র প্রচলিত কৃষি পদ্ধতির মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি তিনি, ভিন্নধর্মী চাষের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁর চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টা নতুন প্রজন্মের কৃষকদের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। অর্থনৈতিকভাবে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তার বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মনির্ভরতার পথ চলার সাহস সত্যিই প্রশংসনীয়। নিজস্ব চিন্তাভাবনা, শ্রম আর সদিচ্ছাকে পাথেয় করে তিনি প্রমাণ করেছেন ইচ্ছা উদ্যোগ এবং সঠিক পরিকল্পনা থাকলে কৃষিকাজ হতে পারে আর্থিক সচ্ছলতা অর্জনের পথ।